

সাজ্জিদ কামরান মির্জাকে খোলা চিঠি

আকাশ মালিক

ভেবেছিলাম ইন্টারনেটে প্রকাশিত ‘শুধুই ইসলামের সমালোচনা কেন’ নামক আপনার লেখাটির ২২টি প্রশ্নের উত্তর কোরআনের আলোকে দেবো। কিন্তু প্রশ্নগুলো এমনভাবে করেছেন যে প্রশ্নের মাঝেই উত্তর দেয়া হয়ে গেছে। প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার নামই বিজ্ঞান, প্রশ্ন না করার নামই ধর্ম। আজকাল দেখছি কিছু শিক্ষিত মানুষও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞান দিয়ে মানুষ জলে চাল ফুটায় ভাত তৈরী করে। কেউ যদি চেষ্টা করে আগুন ছাড়া, পাতিলের জলে চাল ঢেলে একলক্ষ চব্বিশ হাজার বার বিসমিল্লাহ বলে জলে ফুক দিয়ে কিংবা সারা কোরআন শরিফ সেই পাতিলে ডুবিয়ে চাল ফুটায় ভাত তৈরী করতে, চাল কি একটাও ফুটবে? নিশ্চয়ই ফুটবেনা। শিক্ষিত লোকেরা যদি বলে বিজ্ঞান কেন মহা বিজ্ঞান দিয়েও একটা ভাতও ফুটানো যাবেনা যদি আল্লাহর হুকুম না হয়, তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তর কার কাছে আশা করেন। আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্ন করেছিলেন- মুসলমানের দুই স্কন্ধে দুইজন ফেরেস্টা পাপ-পুণ্যের ধারাবিবরণী লিখতে, কাগজ-কলম হাতে, মানুষের ঠিক কত বছর বয়সে তাদের ওপর সওয়ার হন, মানুষ কখন টের পায় এরা এসেছেন? পৃথিবীতে কত হাজার হাজার বড়বড় মহাজ্ঞানী মুসলমানের কেউ মুখ খোলে জবাব দিতে পারলোনা। বিশাল পৃথিবীর কোথাও একটি বোমা পড়লে ইসলাম ও মুসলমানের নাম চলে আসে কেন, কেন মুসলমানদের মধ্যে এত মতভেদ এত দল, প্রত্যেক দলই নিজেকে প্রকৃত মুসলমান ও অন্যসব দলকে নকল বা অমুসলিম বলে? শুধুমাত্র তারাই কোরআনে এর উত্তর পাবেন, যারা ভাববাদী, কনসেপ্চুয়েল আইডিওলজি, স্টেরিওটাইপড-এটিচিউড, ও সকল প্রকার কল্পনা প্রসূত বিশ্বাস মুক্ত হয়ে, সততার সাথে, নিরপেক্ষভাবে কোরআন পড়বেন। সকল মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়না। এ অত্যন্ত কঠিন কাজ। দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা লম্বা জুব্বা-পরা পুরুষ অথবা আপাদ-মস্তক বুরকা দিয়ে ঢাকা হিজাব-পরা নারী দেখে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ তার কনসেপ্চুয়েল আইডিওলজির মাধ্যমে কল্পনা করে, এরা অবশ্যই পাক পবিত্র নিষ্পাপ মানুষ। এদের পকেটে বোমা থাকতে পারে তা ভাববাদীদের জন্য বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।



মোহাম্মদের (দঃ) সার্থক সৈনিক রমনী , জিন্দা বেহেস্তী
হজরত সাজিদা (রঃ)।



পবিত্র ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক, খোলাফায়ে
রাশেদীনদের অন্যতম অনুসারী, আফগানিস্থানে
ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, আল্‌হাজ হজরত
মৌলানা ওসামা বিন্ লাদেন।

ইসলাম আজ সারা পৃথিবীর মানুষের আলোচ্য বিষয়। সকলের মুখেই দুটো প্রশ্ন। ইসলাম শান্তি না সন্ত্রাস, কে আসল আর কে নকল মুসলমান। সন্দেহভরা মনে মানুষ দৈনিক পত্রিকার পাথা উলটায়, না জানি আজ পৃথিবীর কোথায় কোন্ নবদম্পতির বিয়ের আসরে, কোন্ আদালত প্রাঙ্গণে কোন্ জজের মাথায় ইসলামী বোমা পড়লো। প্রতিটি বোমা যত বিকট আওয়াজে পড়ে, সাথে সাথে ততটুকু বিকট আওয়াজে প্রতিধ্বনি ওঠে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করেনা, বোমাবাজরা কোরআনের অপব্যথাকারী, ইসলামের শত্রু।

এ বিশ্বের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্র আইন ব্যতিত কারো আইন পৃথিবীতে থাকতে পারেনা, এ হলো মিশন স্টেইটমেন্ট অব ইসলাম। পৃথিবীর সকল দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নে, আল্লাহ্র দুনিয়ায় আল্লাহ্র আইন কায়েম করতে যারা জেহাদ করে, তারা ওরাসাতুল আশ্বিয়া বা রাসূলগণের প্রতিনিধি। যে মিশন নিয়ে জগতে নবীগণের আগমন, নবীগণের অবর্তমানে সেই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ১৫০টি ইসলামী দল সহ পৃথিবীর অন্যান্য জেহাদী সংগঠন। একটি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেখুন।

গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানিয়েছে, জেএমবি নেটওয়ার্কে এখন ফুলটাইম সদস্য সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশী। আর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করা সমর্থক-সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখে। যা গত ছ'মাস আগে ছিল ৭৫ থেকে ৭৬ হাজার। তাদের সদস্যরা বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন স্থরের। বর্তমানে শায়খ আব্দুর রহমানের পরবর্তী কমান্ডে রয়েছেন যথাক্রমে মাওলানা আকরাম উজ্জামান, মাওলানা আব্দুর রউফ, মাওলানা সিদ্দিক ইসলাম, মাওলানা মেহেদী, মাওলানা নোমান, মাওলানা মানজুর আহমেদ। বাংলাদেশে জেএমবি'র কার্যক্রম জনসমক্ষে চলে আসে ২০০৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী। সেদিন দিনাজপুরে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর পুলিশ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা সালাফিয়া ইসলামী মহিলা মাদ্রাসা থেকে উদ্ধার করে বেশ কিছু অস্ত্র। গ্রেফতার করে সংগঠনের সদস্য মাদ্রাসার দু' কর্মচারীকে। ইত্তেফাক- নভেম্বর ১৬, বুধবার, ২০০৫,



এসকল ওলামায়ে হক্কানী কামেল আলেমগণ বাংলাদেশের মসজিদে, হাজার হাজার মুসল্লিদের ইমামতি করে, শতশত মাদ্রাসায় লক্ষ-লক্ষ তালাবে ইল্ম তৈরী করে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন। এরা কেউই সিকি দামের চুনোপুটি অশিক্ষিত কাটমোল্লা নয়। তাঁদের অনেকই হাটহাজারী, দেওবন্দ, পাকিস্তান, মিশর ও মদীনা ইসলামী ইউনিভার্সিটির ছাত্র, এমনকি শিক্ষকও ছিলেন। এঁদেরকে যারা সন্ত্রাসী, জঙ্গী, মোলবাদী বলেন তাদেরকে নবী মোহাম্মদের (দঃ) ভাষায় বলা হয় মুনাফিক। কোরআনে এই মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করে পুরো দুটি সূরা লিখিত আছে। চিটির শেষভাগে সূরা দুটো নিয়ে আলোচনা করবো। এর আগে চোখের সামনে দুজন শ্রেষ্ঠ মুনাফিককে পরিচয় করিয়ে দেই।



ডঃ মাহাতির ইবনে মোহাম্মদ (‘ইকরা বিসমি’ এর তরজমা করছেন)- so to read meant to read whatever was available. The early Muslims read the works of the great Greek scientists, mathematicians, and philosophers. They also studied the works of the Persians, the Indians, and the Chinese. The result was a flowering of science and mathematics. Muslim scholars added to the body of knowledge and developed new disciplines, such as astronomy, geography, and new branches of mathematics.

তাহলে কোরআন হাদিসে ভূগোল, গণিতবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, দর্শন নেই? কী আছে? They also studied the works of the Persians, the Indians, and the Chinese. আশ্চর্য, এরা কারা, কোন্ সময়ের কথা মাহাতির সাহেব বলছেন? The Koran says, Allah will not change our unfortunate situation unless we make the effort to change it. তাহলে আল্লাহর দরকারটা কি? মাহাতির সাহেব পাশাপাশি সেই আয়াতটা বলে দিলেও ভাল হতো- আমি যাকে ধনী করতে চাই শত চেষ্টা করেও তাকে কেউ গরীব বানাতে পারবেনা, আর আমি যাকে গরীব রাখতে চাই, সে শত চেষ্টা করেও ধনী হতে পারবেনা।

মাহাতির সাহেব, এ কোরআন নয় শাখের করাত। আল্লাহর হাতে হায়াত মউতে বিশাসী আমাদের মন্ত্রী মহাশয় সঠিক বলেন- লঞ্চ ডুবে শতশত মানুষ মরলেও মন্ত্রীর কি শক্তি আছে তা রোধ করতে পারে? খাঁটি ইসলামী কথা। সূরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবর সাহেব যখন কোরআনের ব্যাখ্যা দেন আর বলেন গোটা কয়েক মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসী বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে শান্তির ধর্ম ইসলামের ভাব-মূর্তি নষ্ট করতে চায়, তখন শয়তানেরও হাসতে হাসতে পেট ফাটার উপক্রম হয়। বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুসলমান ও মুনাফিক মুসলমানের পার্থক্য নির্ধারণ খুবই সহজ। যারা দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তারা আসল মুসলমান, আর যারা বি এন পি ও আওয়ামী লীগের নারী নেতৃত্ব মেনে ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে তারা সবাই মোনাফিক মুসলমান। ইসলাম মানে অথচ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়না, এ কোন্ ধরনের মুসলমান?

এবার আসুন দেখা যাক এই মুনাফিক মুসলমানদের ব্যাপারে ও ইসলামী আইন বাস্তবায়নে নবী মোহাম্মদ কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার আগে কোরআন সম্বন্ধে দুটো কথা-

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ

They say: He (Muhammad SAW) has fabricated it. Say, if I have fabricated it, still you have no power to support me against Allāh. He knows best of what you say among yourselves concerning it (i.e. this Qur'ân)! He is sufficient for a witness between me and you! And He is the Oft-Forgiving, the Most Merciful.

বুঝা গেল কোরআন যে মোহাম্মদের তৈরী সে কথা কোরআনের জন্ম থেকেই মানুষ বলে আসছে। আমরা যখন কোরআনের সমালোচনা করি তখন কেউ কেউ বলেন, আমরা নাকি ৯/১১ এর আগে অর্থাৎ ২০০০ সালের আগে ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একথা সত্য বিশ্বের অমুসলিম সাধারণ মানুষ, মুসলমান কর্তৃক ঘটিত ৯/১১ এবং ধারাবাহিকভাবে এর পরবর্তি নৃশংস ঘটনার পর বাধ্য হয়েছে কোরআন খোলে দেখতে। আমাদের হাতের কাছে পাই সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করে কি সুবিন্যস্ত করে সাজানো কোরআন। অথচ কোরআন এভাবে মোহাম্মদ বলেন নাই। সূরা ‘আলাক’ (রক্ত-পিন্দ) নাজিল হলো সর্বপ্রথম, গেল প্রায় সর্বশেষে। সূরা বাকারার কিছু অংশ নাজিল হলো মদীনায়, বলা হলো এটা মক্কী সূরা, তা-ও অনেক সূরায় আগের ঘটনা পরে আর পরের ঘটনা আগে, কিছু বাদ দিয়ে কিছু সংযোজন করে। কারা এই কথিঃ চালনা করে কোরআন তৈরী করলেন, সাধারণ মানুষ কোনদিন জানতে চায়নি, জানানো হয়নি। হজরত আয়েশার ওপর লোকে স্ত্রীত্বের অপবাদ আনার পর নাজিল হলো সূরা নূর। এ ঘটনা কি আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টির আগেই লিখে লাউহে মাহফুজে রেখেছিলেন? কি অবাক কাশ !

নীচে শানে নুজুল সহ কোরআনের দুটো সূরার অনুবাদ লিখে দিলাম। আমার বিশ্বাস, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেমন- (ক) কোরআন আল্লাহর না মোহাম্মদের কথা, (খ) কোরআন আল্লাহর আরাশে আগে থেকেই লাউহে মাহফুজে লিখা ছিল কি না (গ) সারা বিশ্বে বোমাবাজী পবিত্র জেহাদ না সন্ত্রাস (ঘ) জগতে মুসলমানের পার্থিব ধন-সম্পদ কামা, না পরকালে আল্লাহর নৈকটা লাভ, (ঙ) ব্যক্তি মোহাম্মদের অন্তরীণ চরিত্র, এ সবগুলোর উত্তরের জন্য এ দুটো সূরাই যতেষ্ট। আগেই বলেছি শুধুমাত্র তারাই কোরআনে এর উত্তর পাবেন, যারা ভাববাদী, কনসেপচুয়েল আইডিওলজি, স্টেরিওটাইপড-এটিচিউড, ও সকল প্রকার কল্পনা প্রসূত বিশ্বাস মুক্ত হয়ে, সততার সাথে, নিরপেক্ষভাবে কোরআন পড়বেন।

প্রথম সূরাটির নাম ‘আত-তাওবাহ্’। উল্লেখ্য এই সূরাটির প্রথমাংশ শেষে থাকার কথা। কেন আগে আসলো এবং শুধুমাত্র এই সূরাটি পাঠ করতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কেন পড়া হয়না, কারণ জানতে চাইলে ‘সদালাপ’ এর কাউকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন। মোলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদি সূরা ‘আত-তাওবাহ্’ এর শানে নুজুলে লিখেন-

This Surah comprises three discourses:-

The first discourse (vv. 1-37), was revealed in Zil-Qa'adah A. H. 9 or thereabout. As the importance of the subject of the discourse required its declaration on the occasion of *Haj* the Holy Prophet despatched Hadrat Ali to follow Hadrat Abu Bakr, who had already left for Makkah as leader of the Pilgrims to the Ka'abah. He instructed Hadrat Ali to deliver the discourse before the representatives of the different clans of Arabia so as to inform them of the new policy towards the *mushriks*. (এখানে *mushriks* বলতে অমুসলিম)

The second discourse (vv., 38-72) was sent down in Rajab A. H. 9 or a little before this, when the Holy Prophet was engaged in making preparations for the Campaign, of Tabuk. In this discourse, the Believers were urged to take active part in *Jihad*, and the *shirkers* (এখানে *shirkers* বলতে মুনাফিক মুসলিম) were severely rebuked for holding back their wealth and for hesitation to sacrifice their lives in *the way of Allah* because of their *hypocrisy*, weak faith or negligence.

The third discourse (vv. 73-I 29) was revealed on his return from the Campaign of Tabuk. There are some pieces in this discourse that were sent down on different occasions during the same period and were afterwards consolidated by the Holy Prophet (এটা মওদুদির নিজস্ব ধারণা) into the Surah in accordance with inspiration from Allah. But this caused no interruption in its continuity because they dealt with the same subject and formed part of the same series of events. This discourse warns the hypocrites of their evil deeds and rebukes those *Believers who had stayed behind* in the Campaign of Tabuk. Chronologically, the first discourse should have come last; but being the most important of the three in regard to its subject-matter, it was placed first in the order of compilation.

Historical Background

Now let us consider the historical background of the Surah. The series of events that have been discussed in this Surah took place after the Peace Treaty of Hudaibiyah. By that time, one-third of Arabia had come under the sway of Islam which had established itself as a powerful, well organized and *civilized Islamic State*. This Treaty afforded further opportunities to Islam to spread its influence in the comparatively *peaceful atmosphere* created by it. After this Treaty, two events took place, which led to very important results:

Conquest of Arabia

The first was the Conquest of Arabia. The Holy Prophet was able to send *missions* among different clans for the propagation of Islam. The result was that during the short period of two years, it became such a great power that it made the old order of *ignorance*' (কাফির) feel helpless

before it. So much so that the zealous elements from among the Quraish were so exasperated that **they broke the Treaty** in order to encounter Islam in a decisive combat. But the Holy Prophet took prompt action after the breach so as not to allow them any opportunity to gather enough force for this. He made a **sudden invasion** on Makkah in the month of Ramadan in A. H. 8 and conquered it. Though this conquest broke the backbone of the order of **ignorance**, (কাফির) it made still another attack on Islam in the battle-field of Hunain, which proved to be its death-knell. The clans of Hawazin Thaqif, Naur, Jushm and others gathered their entire forces in the battle field in order to crush the reformative Revolution, but they utterly failed in their **evil designs**. The defeat of '**ignorance**' (কাফির) at Hunain paved the way for making the whole of Arabia the 'Abode of Islam' (**Dar-ul-Islam**). The result was that hardly a year had Passed after the Battle of Hunain, when the major portion of Arabia came within the fold of Islam and only a few upholders of the old order remained scattered over some corners of the country.

The second event that contributed towards making Islam a **formidable power** was the Campaign of Tabuk, which was necessitated by the provocative activities (**provocative !**) of the Christians living within or near the boundaries of the Roman Empire to the north of Arabia. Accordingly, the Holy Prophet, with an army of thirty thousand marched boldly towards the Roman Empire but the Romans evaded the encounter. The result was that the power of the Holy Prophet and Islam increased manifold and deputations from all corners of Arabia began to wait upon him on his return from Tabuk in order to offer their allegiance to Islam and obedience to him. The Holy Quran has described this triumph in Surah AN-NASR: "When the **succour of Allah** came and victory was attained and you saw people entering the fold of Islam in large numbers...

Campaign to Tabuk

The Campaign to Tabuk was the result of conflict with the Roman Empire, that had started even before the conquest of Makkah. One of the missions sent after the Treaty of Hudaibiyah to different parts of Arabia **visited** the clans which lived in the northern areas adjacent to Syria. The majority of these people were Christians, who were under the influence of the Roman Empire. Contrary to all the principles of the commonly accepted international law, they killed fifteen members of the delegation near a place known as Zat-u-Talah (or Zat-i-Itlah). Only Ka'ab bin Umair Ghifari, the head of the delegation, succeeded in escaping and reporting the sad incident. Besides this, Shurahbll bin Amr, the Christian governor of Busra, who was directly under the Roman Caesar, had also put to death Haritli bin Umair, the ambassador of the Holy Prophet, who had been sent to him on a similar mission.

These events convinced the Holy Prophet that a strong action should be taken in order to make the territory adjacent to the Roman Empire safe and secure for the Muslims. Accordingly, in the month of Jamadi-ul-Ula

A. H. 8, he sent an army of three thousand towards the Syrian border. When this army reached near Ma'an, the Muslims learnt that Shurahbil was marching with an army of one hundred thousand to fight-with them and that the Caesar, who himself was at Hims, had sent another army consisting of one hundred thousand soldiers under his brother Theodore. But in spite of such fearful news, the brave small band of the Muslims marched on fearlessly and encountered the big army of Shurahbil at M'utah. And the result of the encounter in which the Muslims were fighting against fearful odds (the ratio of the two armies was 1:33), as very favorable, for the enemy utterly failed to defeat them. This proved very helpful for the propagation of Islam. As a result, those Arabs who were living in a state of semi. independence in Syria and near Syria and the clans of Najd near Iraq, who were under the influence of the Iranian Empire, **turned towards Islam** (স্ত্রী. পুত্র-পরিবারের প্রাণ রক্ষার্থে) and embraced it in thousands. No wonder that such events as these made the Caesar realize the nature of the danger that was threatening his Empire from Arabia. Accordingly, in 9 A. H. he began to make military preparations to avenge the insult he had suffered at M'utah. The Ghassanid and other Arab chiefs also began to muster armies under him. When the Holy Prophet, who always kept himself well-informed even of the minutest things that could affect the Islamic Movement favorably or adversely, came to know of these preparations, he at once understood their meaning. Therefore, without the least hesitation he decided to fight against the great power of the Caesar. He knew that the show of the slightest weakness would result in the utter failure of the Movement which was facing three great dangers at that time. First the dying power of **'ignorance'** (কাফির) that had almost been crushed in the battle-field of Hunain might revive again. Secondly, the **Hypocrites of Al: Madinah,** (মুনাফিক মুসলমান যারা অনিচ্ছায় অস্ত্রের মুখে ইসলাম গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছিল) who were always on the look-out for such an opportunity, might make full use of this to do the greatest possible harm to it. For they had already made preparations for this and had, through a monk called Abu Amir, sent secret messages of their evil designs to the Christian king of Ghassan and the Caesar himself. Besides this, they had also built a mosque near Al-Madinah for holding secret meetings for this purpose. The third danger was of an attack by the Caesar himself, who had already defeated Iran, the other great power of that period, and filled with awe the adjacent territories.

It is obvious that if all these three elements had been given an opportunity of taking a concerted action against the Muslims, Islam would have lost the fight it had almost won. That is why in this case the Holy Prophet made an open declaration for making preparations for the Campaign against the Roman Empire, which was one of the two greatest empires of the world of that period. The declaration was made though all the apparent circumstances were against such a decision: for there was famine in the country and the long awaited crops were about to ripen: the burning heat of the scorching summer season of Arabia was at, its height

and there was not enough money for preparations in general, and for equipment and conveyance in particular. But in spite of these handicaps, when the **Messenger of Allah** realized the urgency of the occasion, he took this step which was to decide whether the **Mission of the Truth** was - going to survive or perish. The very fact that he made an open declaration for making preparations for such a campaign to Syria against the Roman Empire showed how important it was, for this was contrary to his previous practice. **Usually he took every precaution not to reveal beforehand the direction to which he was going nor the name of the enemy whom he was going to attack; nay, he did not move out of Al-Madinah even in the direction of the campaign.**

All the parties in Arabia fully realized the grave consequences of this critical decision. The remnants of the lovers of the old order of '**ignorance**' (কাফির) were anxiously waiting for the result of the Campaign, for they had pinned all their hopes on the defeat of Islam by the Romans. The '**hypocrites**' (মুনাফিক মুসলমান যারা অনিচ্ছায় অস্ত্রের মুখে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল) also considered it to be their last chance of crushing the power of Islam by internal rebellion, if the Muslims suffered a defeat in Syria. They had, therefore, made full use of the Mosque built by them for hatching plots and had employed all their devices to render the Campaign a failure. On the other side, the true Believers also realized fully that the fate of the Movement for which they had been exerting their utmost for the last 22 years was now hanging in the balance. If they showed courage on that critical occasion, the doors of the whole outer world would be thrown open for the Movement to spread. But if they showed weakness or cowardice, then all the work they had done in Arabia would -end in smoke.

That is why these lovers of Islam began to make enthusiastic preparations for the Campaign. Everyone of them tried to surpass the other in making contributions for the provision of equipment for it. Hadrat Uthman and Hadrat Abdur Rehman bin Auf presented large sums of money for this purpose. **Hadrat Umar contributed half of the earnings of his life and Hadrat Abu Bakr the entire earnings of his life.** (এ গুড ইন্ভেস্টমেন্ট, সুদে আসলে রিটার্ন পাওয়ার হান্ডেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি)

In short, the Holy Prophet marched out towards Syria in Rajab A. H. 9, with thirty thousand fighters for the **cause of Islam**. The conditions in which the expedition (সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন) was undertaken may be judged from the fact that the number of camels with them was so small that many of them were obliged to walk on foot and to wait for their turns for several had to ride at a time on each camel. To add to this, there was the burning heat of the desert and the acute shortage of water. But they were richly rewarded for their firm resolve and sincere adherence to the cause and for their perseverance in the face of those great difficulties and obstacles. (এ যুদ্ধে মোহাম্মদ তাঁর ১০৯টি যুদ্ধের মধ্যে সব চেয়ে বেশী গনিমতের মাল লাভ করেন)

When the Holy Prophet found that the Caesar had withdrawn his forces from the frontier, he considered the question whether it would be worthwhile to march into the Syrian territory or to halt at Tabuk and turn his moral **victory to political and strategical advantage**. He decided on the latter course and made a halt for twenty days at Tabuk. During this time, **he brought pressure on the small states** that lay between the Roman Empire and the Islamic State and were at that time under the influence of the Romans, and subdued and made them the tributaries of the Islamic State. For instance, some Christian chiefs Ukaidir bin Abdul Malik Kindi of Dumatul Jaiidal, Yuhanna bin D'obah of Allah, and the chiefs of Maqna, Jarba' and Azruh also submitted and agreed to pay **Jizyah** (কর) to the Islamic State of Al- Madinah. As a result of this, the boundaries of the Islamic State were extended right up to the Roman Empire, and the majority of the Arab clans, who were being used by the Caesar against Arabia, became the allies of the Muslims against the Romans.

Above all, this moral victory of Tabuk afforded a golden opportunity to the Muslims to strengthen their hold on Arabia before entering into a long conflict with the Romans. For it broke the back of those who had still been expecting that the old order of 'ignorance' might revive in the near future, whether they were the open upholders of **shirk** or the hypocrites (মুনাফিক মুসলমান) who were hiding their **shirk** under the garb of Islam. The majority of such people were **compelled by the force of circumstances** to enter into the fold of Islam and, at least, make it possible for their descendants to become true Muslims. After this a mere impotent minority of the upholders of the old order was left in the field, but it could not stand in the way of the Islamic Revolution for the perfection of which Allah had sent His Messenger.

Problems of the Period

If we keep in view the preceding background, we can easily find out the problems that were confronting the Community at that time. They were:

1. to make the whole of Arabia a perfect **Dar-ul-Islam**, (দ্যা মিশন অব জে এম বি, এন্ড হরকাতুল জেহাদ ইন্ বাংলাদেশ)
2. to extend the influence of Islam to the adjoining countries,
3. to crush the mischiefs of the hypocrites, and
4. to prepare the Muslims for **Jihad** against the non- Muslim world. (দ্যা মিশন অব বিন্ লাদেন্‌স আল্ কায়েদা)

The Muslims have been told clearly and explicitly that they will inherit the rewards promised by Allah only if they take active part in the conflict with *kufr*, for that is the criterion which distinguishes true Muslims from hypocrites. Therefore true Muslims should take active part in *Jihad*, without minding dangers, obstacles, difficulties, temptations and the like.

Occasion of The Battle

When Allah, Most High, ordered the believers to prohibit the disbelievers from entering or coming near the sacred Mosque. (আহা, এই মসজিদটি ছিল বহুজাতিক আরবদের পুরনো ঐতিহ্য, প্রাণপ্রিয় জাতীয় সম্পদ) On that, Quraish thought that this would reduce their profits from trade. Therefore, Allah, Most High, compensated them and ordered them to fight the people of the Book (ইহুদী, খৃষ্টান) until they embrace Islam or pay the Jizah.

(Embrace Islam or pay the Jizah, বড়ই তাতপর্যপূর্ণ ব্যবসায়ী কথা) Allah. Most High, says,

"O ye who believe! Truly the pagans are unclean; so let them not, after this year, approach the sacred Mosque. (ইসলামের জন্মের এত বৎসর পরে পেগানরা unclean হলো? And if ye fear poverty, soon Allah will enrich you, if He wills, out of His bounty, (আজিকার মুসলমানদের দুর্দিনে কোথায় সে বাউন্টি) for Allah is All-knowing, All-Wise. Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, from among the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission. and feel themselves subdued. (At-Tawbah: 28-29)"

Therefore. The Messenger of Allah decided to fight the Romans in order to call them to Islam. Allah Most High, says,

"O Ye who believe! Fight the unbelievers who are near to you and let them find harshness in you: and know that Allah is with those who fear Him. (At-Tawbah: 123) " (হ্যাঁ, রক্তদিয়ে এ মেসেইজ পৌছানো হয়ে গেছে সারা বিশ্বের প্রত্যেক দেশে। ১৪০০ বৎসর যাবত এই আয়াতগুলো দৈনিক পাঁচবার করে নামাজে উচ্চারিত হয়ে আসছে)

Moreover, Allah, Most High, urges the believers to go forth to fight in the Cause of Allah's saying,

"Go ye forth, (whether equipped) lightly or heavily, and strive and struggle, with your goods and your persons, in the cause of Allah. That is best for you, if ye (but knew). If there had been immediate gain (in sight), and the journey easy, they would (all) without doubt have followed thee, but the distance was long and weighed on them. They would indeed swear by Allah, 'If we only could, we should certainly have come out with you: 'They would destroy their own souls; for Allah doth know that they are certainly lying. (At-Tawbah: 41-42)"

One day when he was making his arrangements, the Messenger of Allah said to a man called Jadd of the tribe of Qays Ibn Salamah, "Would you like to fight the tribe al Al-Asfar, Jadd?" He replied, 'Will you allow me to stay behind and not tempt me, for every one knows that I am strongly addicted to women and I am afraid that if I see the Roman women and I shall not be able to control my self.' The Messenger of Allah gave him permission to remain behind and turned

away from him. It was about him, Allah Most High, revealed the following Qur'anic verse,

"Among them is (many) a man who says, 'Grant me exemption and draw me not into trial. Have they not fallen into trial already? And indeed Hell surrounds the unbelievers (মুনাফিক মুসলমান) (on all sides). (At-Tawbah: 49) "

The hypocrites (যে সকল মুসলমান মানুষ খুন করতে অসম্মতি জানালো) and one to another, 'Don't go forth in heat." Therefore, Allah, Most High, revealed in their connection,

"They said, 'Go not forth in heat. Say, 'The fire Hell is fiercer in heat, 'if only they could understand. Let them laugh they could understand. Let them laugh a little: Much will they weep: a recompense for the (evil) that they do. (At-Tawbah: 81-82)"

In the Glorious Qur'an Allah, Most High, refers to a group of Muslims, saying,

"When Surah comes down, enjoining them to believe in Allah and to strive and fight along with His Messenger, those with wealth and influence among them ask thee for exemption, and say, 'leave us (behind). 'They prefer to be with (the women). who remain behind (at home): Their hearts are sealed and so they understand not. But the Messenger, and those who believe with him, strive and fight with their wealth and their persons, for them are (all) good things: and it is they who will prosper. Allah hath prepared for them Gardens under which rivers flow, to dwell therein: that is supreme triumph. And there were, among the desert Arabs (also), men who made excuses and came to claim exemption: and those who were false to Allah and His Messenger (merely) sat behind: soon will a grievous chastisement seize the unbelievers among them. (At-Tawbah: 86-91) "

Khalid Ibn Al-Walid Goes forth to Ukaydir at Duma

The Messenger of Allah sent Khalid bin Walid to Ukaydir at Duma. Ukaydir Ibn Abdul-Malik was a Christian. The Messenger of Allah told Khalid that he would find him hunting wild cows. When Khalid went forth, he found Ukaydir and his brother hunting wild cows as the Messenger of Allah told him. Khalid and his companions seized Ukaydir and killed his brother. (ইসলাম সন্ত্রাস নয় শান্তি)। Ukaydir was wearing a gown of brocade covered with gold. Khalid stripped him of this (সোনা ডাকাতি নয় আল্লাহকে খুশি করা) and sent it to the Messenger of Allah. Then Khalid brought Ukaydir to the Prophet who spared his life and made peace with him on condition that he paid the Jizyah. (বৈষম্যবাদ আর কা'কে বলে?)

বাকিটুকু পরবর্তী চিঠিতে-